সুরক্ষা বার্তা

শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

সংখ্যা ৫৫ ॥ নভেম্বর –২০২২ খ্রিঃ

ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু, কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষামূলক পরিবেশকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ২৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ থেকে ২৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের সুরক্ষায় কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, জীবন দক্ষতার শিক্ষা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ফলোআপ সেবা, সোশ্যাল হাব এবং শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, রেফারেল সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে, যা প্রকল্পের অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

রেহেনার শিক্ষা, সমৃদ্ধি ও দক্ষতা অর্জনে অন্যতম অংশীদার কোস্ট ফাউন্ডেশন

কিশোরী রেহেনা বেগম জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের দলগত কাজের প্রদর্শন ও উপস্থাপনা করছে । ছবি: রুনা দে, কমিউনিটি আউটরিচ ওয়ার্কার, টেকনাফ

রেহেনা বেগম (১৫), পিতা- আব্দুল গফুর, মাতা- মিনারা বেগম, গ্রাম- পূর্ব গোদারবিল, ইউনিয়ন- টেকনাফ, উপজেলা- টেকনাফ, জেলা- কক্সবাজার। বাবা মা সহ ৬ সদস্যের পরিবারে তিন ভাই এক বোনের মধ্যে রেহেনা ২য়। সৌদি আরব ফেরত বাবার আদরের মেয়ে সে। তার জন্মও বিদেশে। বিদেশ থেকে আসার পর সে কোস্ট কিশোরী ক্লাবে নিয়মিত সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে। এদেশের পরিবেশের সাথে নিজেকে সহজে খাপ খাওয়াতে না পেরে সে কথা বলতে ভয় পেত ও চুপচাপ থাকত, কিন্তু তার দক্ষতা ছিল অনন্য। সে সাহিত্য, কম্পিউটার ও ইংরেজীতে বেশ দক্ষ । কোস্ট কিশোর-কিশোরী ক্লাবে এসে রেহেনা বেগম জীবন দক্ষতা ও মনোসামাজিক সেশন গ্রহন করে। রেহেনা বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতিকে "না" বলতে জানে। এছাড়াও সে পিয়ার লিড়ার হওয়ার সুবাদে "ফ্যাসিলিটেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট" ট্রেনিং এ অংশগ্রহন করে। এখন সে সেশন পরিচালনায়ও পারদর্শী হয়েছে। সে এখন তার পরিবার ও সমাজে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারনা চালায়। তার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে লেখাপড়া করে পাইলট হওয়া। রেহেনা জানায় তার জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে এই সেশন প্রশিক্ষণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বন্দীদশা জীবন থেকে মুক্তি পেল শিশু সাদ্দাম

সাদ্দামের বয়স ১০ বছর, তারা ৫ ভাই বোন। সে মায়ানমারের হাইন্দা পাড়ার রাজারবিল গ্রামের মড়ু জেলায় থাকতো। মায়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনে সব এলোমেলো হয়ে পড়ে। বর্তমানে সাদ্দাম তার পরিবারের সাথে ক্যাম্প-৮ই এর সাব ব্লক বি৩৩ এ বসবাসকরে। বাংলাদেশে এসে তার সবকিছু পাল্টে যায়। প্রতিনিয়ত তার স্কুল জীবনের কথা মনে করে হতাশা হয়ে পড়ে। প্রথমে বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখে। কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের পিএসএস ওয়ার্কার হোম ভিজিটে গিয়ে তার সাথে দেখা করে এবং জীবন দক্ষতা সহ মাল্টিপারপাস সেন্টারের বিভিন্ন সেবা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করলে সে আগ্রহ প্রকাশ করে। এরপর সে নিয়মিত মাল্টিপারপাস সেন্টারে আসে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে । হঠাৎ দেখা যায় মাঝপথে সে সেন্টারে আসা বন্ধ করে দেয়। পিএসএস ওয়ার্কার তার খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানতে পারে যে, তাকে তার মা-বাবা শিকল বন্দী করে রেখেছে। কেইস ওয়ার্কার তার বাড়িতে গিয়ে বিষয়টা জানার চেষ্টা করে। তার মা বাবা জানায়, সে বাইরে গেলে সঠিক সময়ে ঘরে আসে না, স্কুলে যায় না। বন্ধুদের সাথে

সাদ্দামের পরিবার সাথে পজেটিভ পেরেন্টিং ও সাদ্দামের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছে সাজিয়া খানম নিপা, সোশ্যাল কর্মী। ছবি: নুর আহমদ, এফসি, ক্যাম্প ৮ ই

রাত কাটিয়ে দেয় এবং মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাই তাকে আমরা শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি। সাদ্দাম জানায় তার বন্ধুদের সাথে মিশতে ভাল লাগে এবং মোবাইলে গেমস্ খেলতে ভাল লাগে। এতে তার বাবা মারধর করে এবং শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। সে মানসিকভাবে খুব ভেঙ্গে পড়ে। তার ভাই বোনও তার সাথে খারাপ আচরণ করতে থাকে। যা একটা শিশুর সাথে করা উচিত নয়। কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার আওতায় তাকে মনোসামাজিক সেবা দেয়া হয়। মোবাইলে আসক্ত হলে কি কি সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করা হয় । পড়ালেখা এ সময় তার জন্য কত উপকারি, স্কুলে বা সেন্টারে না গেলে কি ক্ষতি হবে সে বিষয়ে সচেতন করা হয়। সামাদ্দামের মা-বাবাকে পজিটিভ প্যারেন্টিং সেবা দেয় হয়। সাদ্দামের বাবা-মা সব কিছু শুনে তাদের ভুল বুঝতে পারেন এবং এবিষয়ে সচেতন থাকবে। বর্তমানে সে নিয়মিত স্কুলে এবং মাল্টিপারপাস সেন্টারে যাচ্ছে। কমিউনিটিতে যাতে তার মত কেউ মোবাইলে বেশি আসক্ত না হয়, সে বিষয়ে সমবয়সীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলছে। তার মা বাবা মনে করেন শিশুর সাথে যা করেছি ভুল করেছি এবং তা করা উচিত ছিল না। শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলে শিশুর উন্নতির চেয়ে অবনতি বেশি হবে। সাদ্দাম এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। সে এখন নিয়মিত সেন্টারে যায় এবং সময়মত বাড়িতে ফিরে। কোস্ট কর্মীদের এমন সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের জন্য তার মা বাবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

"জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর বহুমাত্রিক ঝুঁকি, এখনি প্রয়োজন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ" এ প্রতিপদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

শিশু সুরক্ষা প্রকল্প টেকনাফ ও জালিয়াপালংয়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস-২০২২ উদযাপন করে। ছবি- মনির উদ্দিন, সোশ্যাল হাব ফ্যাসিলিটেটর, টেকনাফ মাল্টিপারপাস সেন্টার

রোহিঙ্গা কিশোর সাদ্দাম হচ্ছে এক অনুপ্রেরণার নাম

বর্তমানে সাদ্দাম আইওএম সংস্থা অধীনে ক্যাম্পে রাস্তা পাশে স্ট্রিট লাইট বসানো কাজে কর্মরত আছেন। ছবি: মো: লোকমান, এফসি, ক্যাম্প ১৪

ক্যাম্প-১৪-এর কিশোর সাদ্দাম (১৮), তার বাবা-মা এবং ৭ ভাইবোনের সাথে থাকেন। তিনি পিতামাতার বড় ছেলে। তিনি লার্নিং সেন্টারে যেতেন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি কোস্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারে ভর্তি হন এবং প্রায় প্রতিটি সেশনে অংশগ্রহণ করেন। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, মনোসামাজিক বিষয়ক শিক্ষার পাশাপাশি সোলার স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করতে হবে; সেই প্রশিক্ষণটিতে নিয়মিত অংশগ্রণ করেছিলেন। এই প্রশিক্ষণগুলো থেকে সে সোলার সিস্টেম স্থাপন, মেরামত, ঘরের ওয়্যারিং ইত্যাদির দক্ষতা সঠিকভাবে ধারণ করেন। এছাড়াও সে কিভাবে নিজেকে স্বাবলম্বী করা যাবে এবং তার এই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা পান। কোস্ট ফাউন্ডেশন মাল্টিপারপাস সেন্টারে ছয় মাসের কোর্স শেষ করার পর সে তার বাড়ির আশেপাশের প্রতিবেশী এবং সমাজে সোলার প্যানেল এবং ব্যাটারি মেরামত করতেন। ধীরে ধীরে সে তার এলাকার মধ্যে একটি বিশ্বস্ত মুখ হয়ে উঠেছেন এবং সোলার সার্ভিসিং এজেন্ট হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন। বর্তমানে সাদ্দাম আইওএম এ কাজ করছেন এবং ক্যাম্প-১৪ তে রাস্তায় স্ট্রিট সোলার লাইট বসানো এবং মেরামতের কাজ করে দৈনিক ৬০০ টাকা আয় করেন। সাদ্দাম বলেন, এখন আমি অর্থ উপার্জনের উপায় খুঁজে পেয়েছি এবং আমি আমার আয় দিয়ে আমার পরিবারকে সাহায্য করতে পারি।

স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছে কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (সিবিসিপিসি)

সিবিসিপিসি কমিটির সদস্যরা দ্বি-মাসিক সভাতে শিশুর সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা করছেন। ছবি: আমির হোসাইন, এমপিসিএস, রত্নাপালং এমপিসি

ইউনিসেফের অর্থায়নে কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের কমিউনিটির অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার মাধ্যমে টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলা স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে যেকোন ঝুঁকি থেকে শিশুদের রক্ষা করা এবং বিপদ থেকে বাচাঁনোর জন্য কাজ করছে। শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের প্রত্যেকটি মাল্টিপারপাস কেন্দ্রগুলোতে সিবিসিপিসি কমিটি থাকে এবং কমিটি সদস্যরা ছয় মাসিক একটি পরিকল্পনা করে থাকে। কমিটি সভাগুলোতে পিএসইএ,সিআরএম বা অভিযোগ করার নীতিমালাসহ সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং প্রকল্পের অংশীজনরা এই নীতিমালাসমূহ প্রয়োগ করে থাকে। বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে শিশুদের বিভিন্ন রোগ বাড়ছে এবং অপরাধ প্রবনতা ও বাড়ছে। এইসবে না জড়ানোর জন্য কমিউনিটি মোবিলাইজারদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে। এইসব সচেতনতামূলক প্রচারনার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এবং ক্যাম্পে বসবাসকারীরা সচেতন হচ্ছে বলে সদস্যরা সহমত প্রকাশ করেন।

কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং এর ঝুঁকি হ্রাসে সতর্কতা মূলক প্রচারনা

জালিয়াপালং ইউনিয়নে কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং এর সতর্কতা মূলক প্রচারনা

এক নজরে প্রকল্পের অক্টোবর-২০২২ মাসের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ:

কাজ সমূহ	লক্ষ্য	অর্জন
পজিটিভ প্যারেন্টিং প্রশিক্ষণ	২০	২০
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	৫০	৬৭
সেইফগার্ডিং ও ডিজেবিলিটি ইনক্লুশন প্রশিক্ষণ	২০	২০
কারিগরি বিষয়ক শিক্ষা অধিবেশন	২২	২২
মনোসামাজিক সহয়তা সেশন	২০	১৯
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক সেশন	১৮	১৮
কমিউনিটি ভিত্তিক দ্বি-মাসিক সভা (ক্যাম্প এবং হোস্ট)	২০	২০
লিটারেসী এন্ড নিউমেরেসী সেশন	২০	২০
দিবস উদযাপন	২	২

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।
শিশুসুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার
উখিয়া, কক্সবাজার।
যোগাযোগে- ০১৭০৮১২০৩৩১, razaul@coastbd.net
www.coastbd.net

বি: দ্র: এখানে ব্যাবহৃত সকল ছবি অংশগ্রহনকারীর অনুমতি নিয়ে তোলা হয়েছে এবং কোন ছবি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাতিত কোন ব্যবসায়িক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যাবহারিত হবে না।